দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 NOV 1992
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫৫ ...

151

গাছতলায় ক্লাস ।। ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়ছে

সাতক্ষীরায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প ভেস্তে যাওয়ার আশংকা

সাতক্ষীরা, ২রা নভেম্বর (জেলা বার্তা পরিবেশক)।– সাতক্ষীরায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প ভেস্তে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের বসতে হচ্ছে গাছতলায়, নিয়ে আসতে হচ্ছে মাদুর ও চাটাই। ড্রপ-আউটের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে।

চলতি বছর ১লা জানুয়ারি থেকে দেশের ৬৪টি সদর থানায় সরকার ঘোষিত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকর শুরু হয়। আর এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয় পর্যায়ে বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় কার্যক্রমের জন্য বিশেষ কয়েকটি সেল গঠন করে। এছাড়া থানা পর্যায়েও এ বিষয়ে বাস্তবায়ন ও সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়।

সাতক্ষীরা ঃ সদরের তালতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা গাছতলায় ক্লাস করছে। ২৮শে অক্টোবর সকালে তোলা ছবি। –সংবাদ

কর্মসূচী অনুযায়ী সাতক্ষীরা জেলার সদর থানার ১৪টি ইউনিয়নে ও পৌরসভার ৩টি ওয়ার্ডে এই শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। এ সংক্রান্ত সরকারী জরিপে দেখা গেছে ৩১শে ডিসেম্বর-৯১ পর্যন্ত স্কুল গমন-উপযোগী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫৭ হাজার ৭শ' ৪৮। এর মধ্যে বালক ৩০ হাজার ৩শ' ২জন এবং বালিকা ২৭ হাজার ৪শ' ৪৬ জন। এ বছর সে মাসে প্রাপ্ত জরিপে দেখা গেছে মোট ৫৭ হাজার ৭শ' ৪৮ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৩ হাজার ৭শ' ৯৫ জন ছাত্রছাত্রী স্কুলে ভর্তি হয়নি।

অথচ এই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু হওয়ার ৯ মাস পর প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, সাতক্ষীরায় স্কুল গমন-উপযোগী ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা আরো বেড়েছে, কিন্তু এদের কেউই স্কুলে ভর্তি হয়নি। এদের বয়স ৬ থেকে ৭ বছরের মধ্যে।

অন্যদিকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় যে সকল ছাত্র ছাত্রী স্কুলে ভর্তি হয়েছিল এদের অনেকেই ইতিমধ্যে স্কুল ছেড়েছে। সরকারী কর্মকর্তারা অবশ্য এই ড্রপ-আউটের বিষয়টি অস্বীকার করে বলেছেন–এ ধরনের তথ্য সঠিক নয়। সব থেকে বাস্তব অবস্থা হচ্ছে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি সম্পর্কে সরজমিনে তদন্তে দেখা গেছে, এ বছর ভর্তি হওয়া অনেক ছাত্র ছাত্রী ৯ মাস পরে আর স্কুলে আসছে না। কারণ হিসেবে যে তথ্য মিলেছে তাহল– দরিদ্র পিতামাতার সংসারে চাহিদানুযায়ী মেলেনি জামা-কাপড়, লেখাপড়ার বিষয়ে হয়নি সুষ্ঠু তদারকি এবং 'বাধ্যতামূলক' যে শব্দটি নিয়ে এই কর্মসূচী চালু করা হয় এ বিষয়ে কোন কমিটিই অভিভাবকদের ওপর চাপ প্রয়োগ করেননি।

এছাড়া আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এসেছে তথ্যে। সংশ্লিষ্ট এলাকার স্কুল কর্তৃপক্ষ এলাকার থানা বা ওয়ার্ড কমিটিগুলোকে ড্রপ-আউটের বিষয়টি গোপন করছে। স্কুলের হাজিরা খাতায় সব ঠিকঠাক বলে বিষয়টি দেখানো হচ্ছে।

অন্যদিকে এই সদর থানার বিভিন্ন সরকারী স্কুলে এখনো গাছতলায় ক্লাস বসছে। ছাত্রছাত্রীদেরকে বই-খাতার সাথে প্রতিদিন হাতে করে বয়ে আনতে হচ্ছে মাদুর ও চাটাই। অনেক স্কুলে পুরো বর্ষা মৌসুমে ঘরের অভাবে ক্লাস হয়নি। এ সময় অনেক ছাত্র ছাত্রী স্কুল ছেড়েছে। সব মিলিয়ে সাতক্ষীরায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ভেস্তে যেতে বসেছে।